দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ APR 22 1999
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

68

বুয়েটে পরীক্ষা পিছানোর আন্দোলন নিয়মে দাঁড়িয়েছে

বুয়েট রিপোর্টার ॥ টার্ম ফাইনাল পরীক্ষা এলেই বিভিন্ন অজুহাতে পরীক্ষা পিছানোর দাবি উঠানো এবং দাবি আদায়–দুটোই বুয়েটের ছাত্রছাত্রীদের রীতিতে পরিণত হয়েছে। চলতি টার্মসহ বিগত দু'তিনটি টার্মের টার্ম ফাইনাল পরীক্ষার আগে বুয়েটের ছাত্ররা পরীক্ষা পিছানোর দাবি তুলেছে এবং দাবি আদায় করে ছেড়েছে। বিগত কয়েকদিনে বুয়েটের ছাত্রছাত্রীদের 'জলবসন্ত' এবং 'ভাইরাস জ্বরে' আক্রান্ত হওয়ার অজুহাতে পরীক্ষা পিছানোর দাবির পরিপ্রেক্ষিতে বুয়েটের চলতি টার্মের পরীক্ষা এক সপ্তাহ পিছানো হয়েছে। ফলে চলতি টার্মের পরীক্ষা ২৫ এপ্রিলের পরিবর্তে ২মে থেকে শুরু হবে।

কয়েকদিন আগে থেকেই বুয়েটে অনেক ছাত্রছাত্রী 'জলবসন্ত' এবং 'ভাইরাস জ্বরে' আক্রান্ত বলে পরীক্ষা পিছাবে এমন গুজব ছড়িয়ে পড়ে এবং পরবর্তীতে তা দাবিতে রূপ নেয়। ইউকসু এবং হল সংসদের নেতৃবৃন্দ এ দাবি কর্তৃপক্ষের নিকট পৌছে দেন। সোমবার বুয়েট একাডেমিক কাউন্সিলের জরুরী সভায় পরীক্ষা এক সপ্তাহ পিছানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ পর্যন্ত বুয়েটের প্রতিটি পরীক্ষা পিছানো আন্দোলনের কাছে কর্তৃপক্ষ নতি স্বীকার করেছে। বুয়েটে পরীক্ষা পিছানো আন্দোলন হয়েছে কিন্তু পরীক্ষা পিছায়নি এমন ঘটনা ঘটেনি। এ ব্যাপারে বুয়েটের একজন সিনিয়র অধ্যাপক বলেন, কর্তৃপক্ষের এ ব্যাপারে কিছু করার নেই। কারণ পরীক্ষা না পিছালে ছাত্রছাত্রীরা ভাংচুর শুরু করে। তাছাড়া পরীক্ষা পিছালে ছাত্রদেরই ক্ষতি, এটা যদি তারা না বোঝে তাহলে আমরা কি করতে পারি!

বুয়েটের অনেক ছাত্রছাত্রীই জলবসন্ত ও ভাইরাস জ্বরে আক্রান্ত হয়েছে বলে যে গুজব ছড়ানো হয়েছিল তা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। বুয়েট হেলথ কমপ্লেক্সের একজন ডাক্তার জানান, বড় জোর ২৫-৩০ জন ছাত্রছাত্রী জলবসন্তে আক্রান্ত হয়েছে। পরীক্ষা পিছানোর জন্যই গুজব ছড়ানো হচ্ছে–অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী আক্রান্ত। আসলে তা সত্য নয়। তাছাড়া পরীক্ষা পিছালেই যে আর কেউ অসুস্থ হবে না এমন তো বলা যায় না।

এদিকে পরীক্ষা পিছানোর ঘোষণায় বুয়েটের ছাত্রছাত্রীদের মাঝে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। বুয়েটের সিনিয়র ব্যাচের ছাত্রছাত্রীরা অধিকাংশই এ সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ হয়েছে, অন্যদিকে জুনিয়র ছাত্রছাত্রীরা উল্লাস প্রকাশ করেছে।